শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 APR 1989
পৃষ্ঠা ৫

12

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা

উচ্চ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ণয় করে। এই যোগ্যতার উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির পরিচালনার দায়িত্বভার। বর্তমান বিশ্বের প্রবহমান গতির সাথে অশিক্ষিত ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ— আর অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি সর্বোচ্চ কেরানীর যোগ্যতাই অর্জন করে। এ জন্য উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী।

আমাদের দরিদ্র সমাজে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা লাভ ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে। ঢাকায় একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ব্যতীত স্বল্প আয়ের চাকরিজীবীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। এখানে নৈশকালীন শিক্ষার সুযোগ থাকায় বর্তমানে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তথাপি চলতি বছর সম্মান শ্রেণীতে (নৈশ বিভাগে) ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অনেকেই বিফল মনোরথ হয়েছে। কারণ প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যা মাত্র ষাট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু প্রতিটি বিভাগে দরখাস্ত পড়েছে তিনশ' থেকে আটশ' পর্যন্ত। এই অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। ফলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিবা শাখায় (ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। এর কারণ ভাল ভাল কলেজগুলোতেও এ সুযোগ নেই। এমনকি অনেক কলেজকে এখনো ডিগ্রী কলেজেও উন্নীত করা হয়নি।

শুধু ঢাকা শহরেই নয়— মফস্বল শহরের কলেজগুলোতে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় আছে যেখানে ডিগ্রী কলেজ চালু করার কোন উদ্যোগ নেয় হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে আমরা দরিদ্র বিধায় প্রায় সব কলেজগুলোতেই দিবা ও নৈশ শাখায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা নিরসন করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকায় ভর্তি, সীট দখল, হল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

রাজনৈতিক দলগুলো স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দীর্ঘতর করে যাচ্ছে। এ জন্য সারাদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে এ সমস্যা অনেকটা কমে আসত। ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখলে সার্বিক শিক্ষার মান নির্ণয়সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায়। এভাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ থাকলে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যোগ্য নাগরিক ব্যতীত জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজন ভিত্তিক কলেজগুলোকে দিবা ও নৈশ বিভাগসহ ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করে এবং বৃহত্তর জেলাগুলোতে আরো কয়েকটি বিশ্বদ্যিালয় স্থাপন করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

—মোস্তফা খান